

ALL RIGHTS RESERVED © جميع حقوق الطبع محفوظة

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage and retrieval system, without the permission of the publisher.

First Edition: April 2000

Supervised by :

ABDUL MALIK MUJAHID



Corporate Head Quarter:

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 KSA

Tel: 4033962/4043432 Fax: 4021659

Bookshop Tel: 4614483 Fax: 4614483

E-mail: darussalam@naseej.com.sa

Web site: darussalam@shabakah.net.sa

Branches & Agents:

● Jeddah Tel: 6712299 Fax: 6173448

● Al-Khobar: Tel: 8948106

● Pakistan: 50 Lower Mall Lahore

Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072

● Houston, USA Tel: 001-713-722 0419:

Fax: 001-713-722 0431

● 572, Atlantic ave, Brooklyn, New York 11217

Tel: 001-718--625 5925

● Al-Hidaayah Publishing & Distribution

522 Coventry Road Birmingham B10 OUN

Tel: 0044-121-753 1889 Fax: 121-753 2422

● Muslim Converts Association of Singapore

Singapore 424484, Tel: 440 6924, 348 8344

Fax: 440 6724

● Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4

Sri Lanka Tel: 0094-1-589 038

Fax: 0094-1-699 767

● Bangladesh: 30 Malitola, Bangshal, Dhaka-1100

Tel: 0088-02-9557214, Fax: 0088-02-9559738

সত্যের তরবারী ঝালসায়



THE RADINAT SWORD OF TRUTH

سيف الحق الإشاعى

সত্যের তরবারী ঝলসায়
আবদুল মান্নান তালিব
প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ২০০০ ইংরেজী
মুহাব্বরম, ১৪২১ হিজরী
বৈশাখ, ১৪০৭ বাংলা

প্রকাশক



করপোরেট হেড কোয়ার্টার

দারুসসালাম

পোঃ বক্সঃ ২২৭৪৩, রিয়াদঃ ১১৪১৬, সৌদি আরব

ফোনঃ ০০৯৬৬-১-৪০৩৩৯৬২-৪০৪৩৪৩২

ফ্যাক্সঃ ০০৯৬৬-১-৪০২ ১৬৫৯

বিক্রয়কেন্দ্র : ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৯৬৬-১-৪৬১৪৪৮৩

শাখাসমূহ :

দারুসসালাম

৫০, লোয়ারমল, লাহোর, পাকিস্তান

ফোন : ০০৯২-৪২-৭২৪ ০০২৪, ৭২৩২৪০০

ফ্যাক্স : ০০৯২-৪২-৭৩৫ ৪০৭২

দারুসসালাম পাবলিকেশন্স

পোঃ বক্স ৭৯১৯৪, হিউস্টন, টি এক্স ৭৭২৭৯, যুক্তরাষ্ট্র

ফোন : ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪১৯, ফ্যাক্স : ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪৩১

দারুসসালাম

৫৭২-আটলান্টিক এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১১২১৭ যুক্তরাষ্ট্র

ফোন : ০০১-৭১৮-৬২৫ ৫৯২৫

আল হিদায়াত্ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন

৫২২ কভেন্ট্রি রোড, বারমিংহাম বি ১০ ও ইউ এন, যুক্তরাজ্য

ফোন : ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ১৮৮৯, ফ্যাক্স : ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ২৪২২

দারুস সালাম পাবলিকেশন্স

৩০ মালিটোলা, বংশাল, ঢাকা-১১০০ বাংলাদেশ

ফোন : ০০৮৮-০২-৯৫৫৭২১৪, ফ্যাক্স : ০০৮৮-০২-৯৫৫৯৭৩৮

সত্যের তরবারী ঝলসায়

আবদুল মান্নান তালিব

পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা

সম্পাদক, মাসিক পৃথিবী, ঢাকা

দা রু স সা লা ম

রিয়াদ • লাহোর • হিউস্টন • নিউইয়র্ক • ঢাকা



আমাদের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থরাজি

- ✽ বাংলা আল-কুরআনুল কারীম
- ✽ বাংলা আল-কুরআনুল কারীম ৩০তম পারা
- ✽ মুসলিম কি চার মাসহাবের এক মাসহাব মানতে বাধ্য?
- ✽ যুগস্রষ্টা সংস্কারক ইমাম ইবনে তাইমিয়া
- ✽ স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য
- ✽ সত্যের তরবারী বলসায়
- ✽ ইসলামী নামকরণ
- ✽ ঈমান নবায়ন
- ✽ মহানবীর শাস্ত পয়গাম
- ✽ নামায নির্দেশিকা
- ✽ নবী (সাঃ)-এর নামায
- ✽ হজ্জ ও উমরাহ নির্দেশিকা
- ✽ ঘৃণ : ইসলামী সংস্কারের পথে প্রধান বাধা

প্রকাশকের নিবেদন

‘শাসকের সম্মুখে সত্য উচ্চারণ করা সর্বোত্তম জিহাদ’ এবং ‘আলেমগণ নবী ও রাসূলগণের উত্তরাধিকারী’-এই দু’টি আশু বাক্যের সরল পরিস্ফুটন ঘটেছে বক্ষমান গ্রন্থের রচনাবলীতে।

উমাইয়া এবং আব্বাসী আমলে নামেমাত্র খিলাফত ছিল। খিলাফতের নামে প্রতিষ্ঠিত ছিল শৈরচরী রাজতন্ত্র। খিলাফতের প্রায় সকল ইন্সটিটিউশন ধূলিসাৎ করা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের নামে স্বৈচ্ছাচারী শাসন চলতে থাকে।

ইতিহাসের ধূসরতম সে অধ্যায়ে যেসব মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, মুফাস্সির, ফকীহ, হাদীসবেত্তা এবং আলেম-উলামা একনায়ক শাসকদের ইসলাম বিরোধী কাজের সরাসরি সমালোচনা করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন এবং দ্বীনে-হকের কথা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন এবং এসব করতে গিয়ে শাসকের কোপানলে পড়েছেন, অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টিম রোলার সহ্য করেছেন, সেসব ক্ষণজন্মা মনীষীর জীবন ও কর্ম নিয়ে এই গ্রন্থের উপস্থাপনা।

এসব মনীষী ইসলামের মেঘলা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এঁরা ইসলামের ভাগ্যাকাশ জুড়ে ধ্রুবতারার মত দেদীপ্যমান থেকে পথহারার নাবিকদের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং ঠিকানা বাতলিয়ে দিয়েছেন। পথহারাদের পথচলা তাই কখনও থেমে থাকেনি। চড়াই-উতরাই করে এগিয়ে গেছে।

ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তিই হলো সত্যের সম্মুখ প্রকাশ। প্রকাশ ছাড়া এর অস্তিত্ব নেই। কাল থেকে কালান্তরে নবী ও রাসূলগণ সত্যের এ ঋদ্ধ প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন। দুর্দমনীয় সাহস সঞ্চয় করে দোদাঁড় প্রতাপশালী রাজা, বাদশাহ বা ছোট ছোট খোদার দরবারে হাজির হয়ে অকুতোভয়ে সত্য উচ্চারণ করেছেন। সত্য উচ্চারণের সে সিলসিলা তাদের অনুবর্তী ও উত্তরাধিকারী আলেম-ওলামাগণ চিরকাল জারি রেখেছেন বলেই ইসলাম প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আজও সমুজ্জ্বল আজও অম্লান।

দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় এসব মনীষীর সংগ্রামী জীবনের ওপর অজস্র গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হলেও বাংলাভাষায় তেমন একটা হয়নি। লেখাগুলো পূর্বে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সব দেশে সব সমাজে সত্যের উচ্চারণ অব্যাহত রাখতে হলে এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ অপরিহার্য, এ বিবেচনাতেই বন্ধমান গ্রন্থের প্রকাশনা।

গ্রন্থকার জনাব আবদুল মান্নান তালিব, পৃষ্ঠপোষক জনাব মুহাম্মাদ শরীফ হোসেন, সম্পাদক জনাব মাহবুবুল হক, মলাট শিল্পী জনাব আবদুল হামীদ ও বর্ণবিন্যাসকারী জনাব আসাদুল্লাহসহ যারা এ গ্রন্থ প্রকাশনায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা এখন পঞ্চশীর্ষতম, যুক্তরাজ্যে দ্বিতীয় শীর্ষতম এবং সৌদি আরবে চতুর্থ শীর্ষতম স্থানে। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এ আমাদের তৃতীয় উপহার। আশা করি অন্যান্য গ্রন্থের মত এ গ্রন্থও তাঁরা সাদরে গ্রহণ করবেন।

জীবিকার প্রয়োজনে আজ যেমন ইংরেজী ও আরবী ভাষা শিখতে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাও ব্যাপকভাবে শিখতে হবে। বাংলা ভাষা-ভাষীদের সম্মান ও মর্যাদা তখন অত্যাঁচে পৌঁছে যাবে। আমরা আনন্দঘন সে দিনটির জন্য অতি আগ্রহে শুধু অপেক্ষাই করছি, কাজও করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উত্তম কাজগুলো কবুল করুন।

রিয়াদ : এপ্রিল, ২০০০ ইং

আবদুল মালেক মুজাহিদ
জেনারেল ম্যানোজার

সূচী পত্র

১. যে যুদ্ধ ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল	১১
বদরের অবস্থান	১১
যুদ্ধের পটভূমি	১১
এবার যুদ্ধের ময়দান	১২
২. বদর যুদ্ধের প্রেরণা ছিল বৈষয়িক স্বার্থমুক্ত	১৬
৩. বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্যের বাহ্যিক কারণ	১৯
প্রথম কারণ	১৯
দ্বিতীয় কারণ	২০
তৃতীয় কারণ	২১
৪. বদর যুদ্ধের প্রভাব সুদূরপ্রসারী	২৩
ইসলাম ও অন্য ধর্ম ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে পার্থক্য	২৩
বদরের যুদ্ধ : প্রথম পরীক্ষা	২৪
৫. প্রথম যুগের নবী হযরত ইদরীস (আঃ)	২৬
৬. হযরত আরকাম (রাঃ) তাঁর বাসগৃহ ওয়াক্ফ করে দিলেন	৩০
৭. আদর্শের প্রতীক সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব	৩৩
৮. ত্যাগীর কাছে পরাজিত জালেম	৩৮
৯. মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যের সোচ্চার কণ্ঠ	৪২
১০. ইমাম আওয়ামী শাসকের রক্তচক্ষুর পরোয়া করেননি	৪৬
১১. হারুনর রশীদের প্রতি ফুয়াইল ইবনে ইয়ায	৫০
১২. ইহসানের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন হযরত ফুয়াইল ইবনে ইয়ায	৫৫
১৩. খোলা তলোয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে সত্যের বাণী উচ্চারণ করলেন ..	৬০
১৪. সুফিয়ান সওরীঃ এক নির্ভীক কণ্ঠ	৬৪

১৫. মাক্‌হুল ইল্‌মের মর্যাদা বুলন্দ করেন	৬৯
১৬. আবু হাযেম বাদশাহকে উপদেশ দিলেন	৭১
১৭. ইমাম লাইছের ইল্‌ম চর্চা	৭৪
১৮. প্রথম যুগের আলেমগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন	৭৭
১৯. মদীনার ফকীহ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ইল্‌মের মর্যাদা সমুন্নত রাখলেন	৮১
২০. ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) ব্যবসায়িক সফলতা	৮৫
২১. শরীয়তের আইন প্রয়োগে বিচারপতিদের অবদান	৮৮
২২. রাজতান্ত্রিক আমলের একজন নির্ভীক আলেম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক	৯২
২৩. ইনসাফ ইসলামী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য	৯৬
২৪. বাদশাহ্‌ মামুনের দর্প চূর্ণ করলেন শাইখ আবদুল আযীয	১০০
২৫. সুলতানের শরীয়ত বিরোধী পদক্ষেপকে রুখে দিলেন ইমাম নববী	১০৩
২৬. ইবনুল জাওয়ী নসিহতের মাধ্যমে বাদশাহ্‌র সংশোধন করলেন.	১০৮
২৭. হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ইমাম তকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ	১১১
২৮. চেকীজকেও রুখে দিল	১১৪
২৯. হাদীস সংরক্ষণ ব্যবস্থা একটি মু'জিয়ার চাইতে কম নয়	১১৫

যে যুদ্ধ ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল

দুনিয়ায় এ পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাবের দিক দিয়ে বদরের যুদ্ধ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই একটি মাত্র যুদ্ধের ফলে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ইতিহাসের ধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। এই একটি যুদ্ধে ইসলামী শক্তির বিজয় আরো বহু যুদ্ধের জন্ম দেয় এবং এই যুদ্ধগুলো একটি বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। এর ফলে ইসলামী চিন্তাধারা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী পরিব্যাপ্ত হবার পথ সুগম হয়। ইসলামের বিজয়ের স্বার্থে পরিচালিত এই যুদ্ধগুলোতে ঈমানের সাথে কুফরীর মোকাবিলা হয়। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি লড়াই করে বেইনসাফী, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে। এইসব যুদ্ধে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও ঈমান শক্তি অর্জন করে এবং প্রত্যয়ের শিখা উদ্দীপিত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে।

বদরের অবস্থান

বদর মূলত একটি পাহাড়ী ঝরণার নাম। বদর ইবনে কুরাইশের নামে এ ঝরণাটির নামকরণ হয়। তারপর থেকে এই নামেই এই পাহাড় এবং সমগ্র এলাকাটি পরিচিত হয়।

বদর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মাঝখানের দূরত্ব কাফেলার পথে, যে পথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন প্রায় একশত ষাট মাইলের মতো। অন্যদিকে মক্কা মুকাররমা থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত এবং উভয় স্থানের মধ্যে দূরত্ব কাফেলার পথে দুইশত পঞ্চাশ মাইলের মতো। মোটর গাড়ী যোগে বর্তমানে মক্কা থেকে বদর যেতে ৩৪৩ কিলোমিটার এবং মদীনা থেকে ১৮৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। ওদিকে বদর ও লোহিত সাগর উপকূলের মধ্যকার সর্বাধিক নিকটবর্তী স্থানটির দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার। লোহিত সাগর বদরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

যুদ্ধের পটভূমি

মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি

একাদিক্রমে তের বছর ধরে মক্কার মুশরিকদের সকল প্রকার শিরক বিমুক্ত আল্লাহর তাওহীদ ও বন্দেগীর দাওয়াত দিতে থাকেন। ইসলামকে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত করে সুস্পষ্টভাবে তাদের সামনে পেশ করতে থাকেন। কিন্তু কুরাইশদের বৃহত্তম অংশ কেবল তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানই করেনি বরং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা এবং তাঁকে ও তাঁর সাথে মুষ্টিমেয় ইসলাম গ্রহণকারীকে নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিতে থাকে। তিনি সবরের সাথে তাদের সকল আক্রমণের মোকাবিলা করেন। তারা তাঁর ও তাঁর সাথীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করে এবং তাঁদের ওপর চরম শারীরিক নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

ফলে তিনি ও তাঁর সাথীরা মক্কা থেকে মদীনায হিজরত করেন। এখানে এসে তিনি মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা এখানেও তাঁকে শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি। তারা মদীনা আক্রমণ করে এই নবীন ও সদ্যজাত ইসলামী রাষ্ট্রটিকে অংকুরে বিনষ্ট করার পরিকল্পনা করে।

এবার যুদ্ধের ময়দান

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গুনলেন কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে তখন তিনি সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে কুরাইশদের মোকাবিলা করার জন্য মুসলমানদের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা দিলেন। তিনি সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন না। কারণ কুরাইশদের সেনাদল সেদিক থেকে আসছে বলে তিনি খবর পেয়েছিলেন। সে দিন ছিল সোমবার এবং রমযানের ৮ তারিখ।

মুসলিম সেনাদলে ছিলেন ৮৬ জন মুহাজির, আনসারদের আওস গোত্রের ৬১ জন এবং খায়রাজ গোত্রের ১৭০ জন। সব মিলিয়ে ৩১৭ জন। সমগ্র সেনাদলে মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল। একটি ছিল মিকদাদ ইবনুল আমওয়াদের এবং দ্বিতীয়টি ছিল যুবাইর ইবনুল আওয়ামের। সর্বমোট উট ছিল ৭০টি। পালাক্রমে ৩ জন ৪ জন করে সেগুলোর পিঠে সওয়ার হতেন। যুদ্ধাস্ত্রও ছিল অতি সামান্যই। মাত্র ৬০ জন ছিলেন বর্ম পরিহিত। কয়েকজনের হাতে তো কোনো অস্ত্রই ছিল না। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরা লড়াই করবেন। সুবহানাল্লাহ!

কী ছিল তাঁদের মনোবল! কেমন ছিল আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল! কত জবরদস্ত ভরসা ও নির্ভরতা ছিল আল্লাহর প্রতি! তাঁদের ইমানী জোশ ও আত্মমর্যাদাবোধ কল্পনাতীত ছিল। অন্যদিকে মুশরিক সৈন্যদের সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও বেশি। তারা প্রত্যেকেই সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্রে পুরোপুরি সজ্জিত ছিল। মক্কার বড় বড় সরদাররা সবাই এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। স্বল্পসংখ্যক মুসলমান সংখ্যায় তাদের চাইতে তিনগুনের বেশি এবং যুদ্ধাস্ত্রে বহুগুণ এগিয়ে যাচ্ছিল।

কুরাইশরা মক্কা থেকে রওয়ানা হবার পূর্বে কাবার গেলাফ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে এই দোয়া করেছিলেন : “হে আল্লাহ্ ! উভয় দলের মধ্যে যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, উভয় সেনাদলের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ এবং উভয় দলের মধ্যে যারা উত্তম এবং যাদের দীন শ্রেষ্ঠ তাদেরকে তুমি সাহায্য করো এবং বিজয় দান করো।”

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের এই দোয়া শুনেছেন কবুল করেছেন এবং উত্তম ও সত্যপন্থীদের বিজয় দান করেছেন।

যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আবেগ ও বিনয় সহকারে আল্লাহর দরবারে এই বলে দোয়া করলেন : “হে আল্লাহ্ ! আমি তোমাকে আমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অংগীকারের বরাত দিচ্ছি। হে আল্লাহ্ ! আজ যদি তুমি এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে আজকের পরে এই বিশ্বভূখণ্ডে তোমার বন্দেগী করার কেউ থাকবে না।”

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, একটি ছায়াতলে কিছুক্ষণের জন্য তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। পরক্ষণে জেগে উঠে হযরত আবু বকরকে (রাঃ) আনন্দের সাথে বললেন, “আবু বকর ! সুসংবাদ। আল্লাহর মদদ এসে গেছে। জিবরাইল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছেন।”

মুসলমানদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদেরকে নিশ্চিন্ত করার জন্য এ যুদ্ধে ফেরেশতারাও শরীক হন। কুরআনের সূরা আনফালের ৯ ও ১০ আয়াতে বলা হয়েছে : “স্মরণ করো, তোমরা তোমাদের রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে, যারা একের

পর এক আসবে।” আল্লাহ্ এটা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেবার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে এবং সাহায্য তো কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই আসে, আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।”

যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সেনাদলকে সম্বোধন করে বললেন, “সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আজকের দিন যে ব্যক্তিই ময়দানে সুদৃঢ় ও অবিচল থাকবে, আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশায় যুদ্ধ করবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন না, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” উমর ইবনে হুমাম মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি একথা শুনলেন, তাঁর হাতে ছিল খেজুর। তখনো তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এতটুকু ব্যবধান। তিনি খেজুর খাওয়া পছন্দ করলেন না, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং শাহাদতের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে তরবারি কোষমুক্ত করে কাফেরদের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। লড়াই করতে করতে কয়েকজনকে নিহত করে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেনঃ “আমি বদর যুদ্ধের দিন সেনাবাহিনীর ব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার দুপাশে তাকিয়ে দেখলাম, আমার ডানে-বামে দুটি কিশোর দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এ সময় তাদের একজন অন্যজন থেকে গোপন করে আমার কানে কানে বললোঃ চাচাজান। আমাকে দেখিয়ে দিন তো আবু জাহল কে? জিজ্ঞেস করলাম, ভাতিজা, তাকে দিয়ে তুমি কি করবে? বললো, আমি আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাকে দেখতে পেলে হত্যা করবো এবং প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে দেবো। অন্যজনও তার সংগীকে গোপন করে আমাকে একই প্রশ্ন করলো। তাদের এই প্রশ্নে আমার মনে হলো আমি দু'জন শক্ত সমর্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমি ইশারায় তাদের দুজনকে আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা তখনি দুটি শিকারী বাজের ক্ষিপ্ৰতায় আবু জাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং দেখতে না দেখতেই তাকে খতম করে দিল। (বুখারী) যুদ্ধের পরের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি মৃতদের মধ্যে আবু জাহলের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি সে

মৃত্যু যজ্ঞগায় মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। আফরার দুই পুত্র মুআয ও মুআওয়ায তাকে ভীষণভাবে জখম করেছে।” (বুখারী)

উভয় পক্ষের আক্রমণ প্রতি আক্রমণে যুদ্ধ যখন একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে সাহাবাদের মধ্যে নিজেই উপস্থিত হয়ে গেলেন। তাঁকে ময়দানে প্রবেশ করতে এবং তাঁকে দেখে মুসলিম সেনাদলের জিহাদী জোশ উদ্বেলিত হতে দেখে কাফেররা শংকিত হলো। সাহাবাগণ বিদ্যুৎবেগে সারা ময়দান চষে বেড়াচ্ছিলেন। সামনে যে কাফের সেনাকে পাচ্ছিলেন, তাকেই খতম করে নিচ্ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনের দিকে ছিলেন এবং তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করছিলেনঃ “এই দলতো এখনই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বরং কিয়ামত তো তাদের শক্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।”

(সূরা আল কামারঃ ৪৫-৪৬)

মুসলমানদের উপর্যুপরি আক্রমণে কাফেররা পরাজিত হলো। তারা সত্তরটা লাশ এবং মুসলমানদের হাতে সত্তর জনকে বন্দী অবস্থায় রেখে অত্যন্ত করুণ ও লাঞ্ছিত অবস্থায় পলায়ন করলো। মুসলমানদের মোট ১৪ জন শাহাদত লাভ করলো। এদের মধ্যে ছয় জন ছিল মুহাজির এবং আট জন আনসার।

এই যুদ্ধে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে একটা চূড়ান্ত সীমারেখা টেনে দিল। একদিকে শুরু হলো ইসলামের অগ্রগতি এবং অন্যদিকে কুফরের পশ্চাদপসরণ। এরপর সমস্ত আরব উপদ্বীপ থেকে কুফরীর অন্ধকার বিলুপ্ত হয়ে গেলো এবং সমগ্র বিশ্ব ঝলমলিয়ে উঠলো ঈমানের আলোকচ্ছটায়।

এ আলো এখনো তার দ্যুতি ছড়িয়ে চলছে।

বদর যুদ্ধের প্রেরণা ছিল বৈষয়িক স্বার্থমুক্ত

দুনিয়ার ইতিহাসের হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। যুদ্ধ বিগ্রহের পথ ধরে মানুষের সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, এগিয়ে গেছে। অনেক বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। বীরদের বীরত্ব কাহিনী ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা আছে। কিন্তু বিশ্বমানবতার রহমত স্বরূপ যাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তিনি যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তখন যুদ্ধের চেহারা পাল্টে গেলো। যুদ্ধের উদ্দেশ্য বদলে গেলো।

এই যুদ্ধ দেশ জয় বা সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য ছিল না। বরং যুদ্ধ ছিল- ওয়া জাআলা কালেমাতাল্লাযিনা কাফারুস সুফলা ওয়া কালেমাতুল্লাহি হিয়াল উলইয়া- “কাফেরদের কথা নীচু করে দেয়া এবং আল্লাহর কথা তো উঁচু ও বাঙময় আছে।” অর্থাৎ জাগতিক ও বৈষয়িক কোন স্বার্থ নয় বরং আল্লাহর বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করাই মূল লক্ষ্য।

এ উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রথম যুদ্ধটি করেন সেটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্বার্থ চিন্তা মুক্ত করার জন্য তিনি সর্বাঙ্গক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ঘটনাটি যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল সেটি ছিল কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা, যার মূল্য ছিল প্রায় ৫০ হাজার আশরাফী। আবু সুফিয়ানকে মদীনার পাশ দিয়েই যেতে হবে। তার সাথে ছিল মাত্র ৪০ জন রক্ষী। মদীনার মুসলমানরা এ সম্পদ লুট করে নিতে পারে এই ভয়ে সে মক্কায় লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে, মুসলমানরা তার ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। সম্পদ বাঁচাতে হলে এবং মুসলমানদের মাথা চিরকালের জন্য নত করে দিয়ে মদীনার পাশ দিয়ে কাফেলার পথ সুগম করতে হলে এখনই বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসো। কাফেররা বিশাল বাহিনী নিয়ে এই প্রথম বারের মতো সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে মুসলমানদেরকে নাস্তানাবুদ করার জন্য এগিয়ে আসছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের মনোভাব অনুভব করতে পারলেন। তিনি আনসার ও মুহাজির সবাইকে ডেকে তাদের সামনে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি তুলে ধরলেন এবং বললেন, একদিকে আছে বাণিজ্য কাফেলা এবং অন্যদিকে আসছে কুরাইশদের বিশাল সেনাবাহিনী। আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে, এ দুটির মধ্যে যে কোনো একটি তোমরা লাভ

করবে। এখন বলো তোমরা কোনটির মোকাবিলায় যাবে? জবাবে বৃহত্তম গোষ্ঠীই বাণিজ্য কাফেলার মোকাবিলায় এগিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কিছু চাচ্ছিলেন। তাই তিনি প্রশ্নটি আবার করলেন।

একথায় মুহাজিরদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) উঠে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনার রব যদি কে যাওয়ার হুকুম দিচ্ছেন সেদিকে চলুন। আমরা আপনার সাথে আছি। যদি কে আপনি যাবেন আমরা সেদিকেই যাবো। আমরা বনি ইসরাইলদের মতো একথা বলবো না হে মুসাঃ “যাও, তুমি ও তোমার রব গিয়ে লড়াই করো, আমরা তো এখানে বসে রইলাম।” আমরা বলবো “চলুন, আপনি ও আপনার রব লড়াই করুন এবং আমরাও আপনার সাথে মিলে লড়াই করে জীবন দিয়ে দেবো।”

কিন্তু আনসারদের ফায়সালা না শুনে আল্লাহর নবী (সাঃ) লড়াই করতে চাচ্ছিলেন না। কেননা এখনো সামরিক ক্ষেত্রে তাদের কোনো সাহায্য নেয়া হয়নি এবং তাদের পরীক্ষা এখনো বাকি ছিল। তাই তিনি সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন না করে প্রশ্নটি তৃতীয়বার করলেন। এ অবস্থায় সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) উঠে বললেন, সম্ভবত আপনি আমাদেরকেই এ প্রশ্নটি করছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন সা'দ বললেন।

“আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আপনি যা কিছু এনেছেন সবই সত্য। আপনার কথা শোনার এবং আপনার হুকুম মেনে চলার জন্য আমরা ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি। কাজেই হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা করতে চাইছেন করে ফেলুন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি আমাদের নিয়ে সাগরের কিনারে পৌঁছে যান এবং তার মধ্যে নেমে যেতে থাকেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের মধ্য থেকে একজনও পিছু হটবে না। আপনি আমাদের নিয়ে দুশমনদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবেন, এতে আমরা মোটেই অখুশী নই। আমরা যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকবো। প্রাণপণ যুদ্ধ করবো। হয়তো আমাদের সাহায্যে আল্লাহ আপনাকে এমন কিছু দৃশ্য দেখাবেন যা দেখে আপনার